Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-II, January 2021, Page No.63-69
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মানবাধিকার

সুরোজিৎ ঘোষ

স্টেইট এইডেড কলেজ শিক্ষক, দর্শন বিভাগ, মানকর কলেজ, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Human Rights are those rights that belong to every individual-men or women,girl or boy,infant or elder-simply because she or he is a human being.They embody the basic standards without which people cannot realize their inherent human dignity.Human Rights are both abstract and practical.They hold up the inspiring vision of free,just and peaceful world and set minimum standards for how both individuals and institution should treat people.They also empower people to take action to demand and defend their rights and the rights of others. In this paper I am going to discuss about the Philosophical perspective of Human Rights according to Thomas Hobbes,John Locke,Thomas Paine,Edmund Burke,Jeremy Bentham and Karl Marx.Thomas Hobbes,John Locke and Thomas Paine are the supporters of Natural Human Rights Theory and Edmund Burke,Jeremy Bentham and Karl Marx are the rejectors of Natural Human Rights Theory.

পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত জীব হল মানুষ। পৃথিবীর সকল মানুষের দুটি বিষয়ে খুব সচেতন হওয়া প্রয়োজন –একটি হল নিজের প্রতি অধিকার অপরটি হল অপরের প্রতি কর্তব্য। অধিকার ও কর্তব্য সচেতনতা যে মানুষের থাকে না সে কখনো মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। শুনতে অবাক লাগলেও পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে এই সচেতনতার খুব অভাব আছে। শিক্ষাবিহীন ও শিক্ষার আলো যাদের আলোকিত করতে পারেনি তাদের মধ্যে এই অধিকার ও কর্তব্য সচেতনতার খুব অভাব আছে। আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসটিতে আমি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে মানবাধিকারের বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব।

মানবাধিকারের আইনী স্বীকৃতি: "১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে মানবাধিকার সনদ গৃহীত হয়।"[(1)] বর্তমান বিশ্বে মানবাধিকার একটি উল্লেখযোগ্য চর্চা ও চর্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৩ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর মানবাধিকার রক্ষা আইন পাশ হয়। মানবাধিকার সম্পর্কিত বেশকিছু ঘোষণা বিভিন্ন সময় গৃহীত হয়। যেমন- ১) "১৯৪৮ সালে গৃহীত হয় মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র"[(2)] ২) ১৯৮৬ সালে গৃহীত হয় উন্নয়নের অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র। ৩) ১৯২৩ সালে গৃহীত হয় শিশুর অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র। ৪) ১৯৭৫ সালে গৃহীত হয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র। ৫) ২০০৭ সালে গৃহীত হয় দেশীয় মানুষের অধিকার সম্পর্কিত ঘোষণাপত্র। এছাড়াও গৃহীত হয় বেশকিছু আন্তর্জাতিক চুক্তি। যেমন-১) ১৯৬৯ সালে গৃহীত হয় বর্ণবিদ্বেষ দূরীকরণের জন্য আন্তর্জাতিক চুক্তি। ২) ১৯৮১ সালে গৃহীত হয় মহিলাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার বৈষম্য দূরীকরণের জন্য আন্তর্জাতিক চুক্তি। ৩) ১৯৯০ সালে গৃহীত হয় শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি। ৪) ২০০৬ সালে গৃহীত হয় প্রতিবন্ধকতাযুক্ত ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষার্থে আন্তর্জাতিক চুক্তি।

মানবাধিকারের সংজ্ঞা: পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও মানুষই কেবল ন্যায় ও মর্যাদাবোধ নিয়ে জীবন পরিচালনা করে আর তাই মানুষকেই পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট প্রাণী বলা হয়। সমাজ ও রাষ্ট্র দ্বারা স্বীকৃত ও সংরক্ষিত দাবীই হল অধিকার। অধ্যাপক Robert Niven বলেছেন,"Rights arise from the fact that man is a social being".[(3)]

অধ্যাপক Harold J. Laski বলেছেন,"Rights are those conditions of social life without which no man can seek, in general, to be himself at his best".[4]

অধ্যাপক গ্রীনের মতে অধিকার হল একপ্রকার স্বীকৃত দাবী। অধ্যাপক ম্যাকডোনাল্ডের মতে অধিকার হল কোন ন্যায় দাবীর সপক্ষে একটি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহন করা।

মানবাধিকারের বৈশিষ্ট্য:

১) ব্যাক্তিত্বের সামগ্রিক বিকাশসাধন ও উপলব্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা ব্যাক্তির অধিকার। ২) সামাজিক জীব হিসেবে সমাজে বসবাস করেই মানুষ তার অধিকার ভোগ করতে সক্ষম হয়,সমাজবহির্ভূত হয়ে অধিকার কখনই সম্ভব নয়। ৩) অধিকারের সাথে যুক্ত থাকে ব্যষ্টি ও সমষ্টি কল্যাণ। ৪)"রাষ্ট্র অধিকারের সংরক্ষক। সামাজিক মানুষের সামগ্রিক বিকাশসাধনের জন্য রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে অধিকারকে স্বীকৃতি দান ও সংরক্ষণ করে "[5] ৫) সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে অধিকারের বিষয়বস্তুও পরিবর্তিত হয়। তাই অধিকার পরিবর্তনশীল ও আপেক্ষিক ।

মানবাধিকারের প্রকারভেদ:

"মানবাধিকারের ছয়টি প্রকারভেদ"[6], এগুলি হল-১) পৌর অধিকার (civil rights), ২) রাজনৈতিক অধিকার (political rights) ৩) অর্থনৈতিক অধিকার (economic rights), ৪) সামাজিক অধিকার (social rights) ৫) সাংস্কৃতিক অধিকার (cultural rights) ৬) শ্রেণিগত অধিকার (group rights) ।

পৌর অধিকার:

১) বেঁচে থাকার অধিকার (right to life) ।
২) স্বাধীনতার অধিকার (right to liberty) ।
৩) নিরাপত্তার অধিকার (right to security) ।
৪) যোগাযোগের অধিকার (right to communication)।
৫) গোপোনীয়তার অধিকার (right to privacy)।

রাজনৈতিক অধিকার

১) ভোটদানের অধিকার (right to cast ones vote) ।
২) সরাসরি নির্বাচিত হওয়ার অধিকার (right to be elected) ।
৩) চাকরীর অধিকার (right to job) ।
৪) স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক মতমত প্রকাশের অধিকার (right to freely hold political opinion) ।
৫) স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালতে ন্যায়সঙ্গত বিচার পাওয়ার অধিকার (right to fair trial through an independent and impartial court for obtaining justice) ।

অর্থনৈতিক অধিকার:

১) কাজ করার অধিকার (right to work) ।
২) স্বাধীনভাবে কর্মক্ষেত্র নির্বাচনের অধিকার (right to free choice of employment) ।
৩) সমকাজে সমবেতনের অধিকার (equal pay for equal work) ।
৪) শ্রমিক সংগঠনে স্বাধীনভাবে যোগদানের অধিকার (right to join trade unions in freely) ।

সামাজিক অধিকার:

১) শিক্ষার অধিকার (right to education) ।
২) স্বাস্থ্যের অধিকার (right to health) ।
৩) বিবাহের অধিকার (right to marriage) ।
৪) পরিবার গঠনের অধিকার (right to found family) ।

সাংস্কৃতিক অধিকার:

১) সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক জীবনে স্বেচ্ছায় যোগদানের অধিকার (right to freely participate in the culturalal life of the community)
২) শিল্পকলায় যোগদানের অধিকার (right to enjoyment of arts and culture) ।
৩) বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং তার থেকে উদ্ভূত সুযোগসুবিধা ভোগের অধিকার right to share in the scientific advancement and its benefits) ।
৪) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিজস্ব পরিচিতি সংরক্ষণের অধিকার (right to minorities to preserve their cultural identity) ।

শ্রেণিগত অধিকার

১) শান্তির অধিকার (right to peace) ।
২) আত্মনির্ধারণের অধিকার (right to self-determination) ।
৩) প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ ও যোগদানের অধিকার (right to equal opportunity and participation in the sharing of environmental resources)
৪) স্থিতিশীল উন্নয়নের অধিকার (right to sustainable development) ।

Thomas Hobbes –এর দৃষ্টিতে মানবাধিকার

মানবাধিকার একপ্রকার স্বাভাবিক অধিকার। Thomas Hobbes এই স্বাভাবিক অধিকার তত্ত্বের একজন শক্তপোক্ত সমর্থক। Hobbes স্বাভাবিক অধিকার বলতে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে বুঝিয়েছেন । রাজনৈতিক ব্যবস্থা সৃষ্টির আগে পৃথিবীতে মানুষ যেভাবে বসবাস করত তাকে হবস প্রকৃতির রাজ্য বলেছেন । প্রকৃতির রাজ্যে মানুষকে কারও বশবর্তী হয়ে বাস করতে হত না । প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ অনবরত ভয় ও হিংসাজনিত মৃত্যু ভয়ে দিন গুজরান করত। হবসের মতে মানুষ কামনা বাসনায় নিমজ্জিত হয়ে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির মাধ্যমে দুঃখ পরিহার ও সুখ অর্জনে সদা ব্যস্ত। হবসের কাছে মানুষ হল অহংসর্বস্ববাদী ও আত্মকেন্দ্রিক জীব । মানুষের মধ্যে যে বিচারবুদ্ধিত্ব আছে সেকথা স্বীকার করতে কিন্তু হবস ভোলেননি । তবে তাঁর মতে মানুষের বিচারবুদ্ধিত্ব পরিচালিত হয় কামনা বাসনার ভাবাবেগ দ্বারা ।

প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের যে একমাত্র অধিকার রয়েছে হবস তাকে প্রাকৃতিক অধিকার বলেছেন । এই প্রাকৃতিক অধিকার হল আত্মরক্ষার অধিকার । হবসের মতে দৈহিক ও মানসিকভাবে একজন ব্যক্তির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে নিজেকে রক্ষা করার । হবসের মতে আত্মরক্ষার অধিকার এর দাবীদার ব্যক্তির প্রতি অপর ব্যক্তির কোন কর্তব্য নেই,অপর ব্যক্তি যাতে আত্মরক্ষায় বাধা সৃষ্টি না করে এমন দাবী আত্মরক্ষার দাবীদার কোন ব্যক্তি করতে পারে না ।

হবস প্রাকৃতিক অধিকারের দুটি দিকের উল্লেখ করেছেন -১) রাষ্ট্র গঠনের পর ব্যক্তি সীমিত পরিসরের মধ্যে থেকেও রাষ্ট্রের কাছে আত্মরক্ষার দাবী জানাতে পারবে । ২) প্রকৃতির রাজ্যের বিশৃঙ্খলার পরিসমাপ্তির জন্য ব্যক্তি সমস্ত বস্তুর প্রতি তার যে ব্যক্তিগত অধিকার আছে সেই অধিকারকে ত্যাগ করে রাষ্ট্রের হাতে তাকে শাসনের অধিকার অর্পণ করবে । হবস বলেন,"By liberty is understood, according to the proper signification of the word ,the absence of external impediments, which impedements may of take away part of a man's power to do what he would, but cannot hinder him from using the power left him according as his judgement and reason shall dictate to him".[(7)]

John Locke-এর দৃষ্টিতে মানবাধিকার

মানবাধিকারের স্বাভাবিক অধিকার তত্ত্বের অত্যন্ত প্রভাবশালী দার্শনিক হলেন John Locke. প্রকৃতির রাজ্যে বাস করার সময় মানুষ রাষ্ট্রের অনুপস্থিতিতে পরিপূর্ণভাবে স্বাধীনতা ও সাম্য ভোগ করত বলে লক মনে করেন । লক বলেন মানুষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব এবং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব হিসেবে মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তার নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে এবং সিদ্ধান্তকে কর্মে রুপান্তরিত করতে সক্ষম। তাঁর মতে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ ব্যক্তি হিসেবে অন্যান্য ব্যক্তির মত সমান সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে । প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ কারও দাসত্ব বা বশ্যতা স্বীকার করে না । লকের মতে অধিকার তিনপ্রকার-১) জীবনের অধিকার ২) সাম্য ও স্বাধীনতার অধিকার ৩) সম্পত্তির অধিকার।

১) নিজের জীবনের সুরক্ষার জন্য মানুষ যাবতীয় মাধ্যম ব্যবহার করতে পারে। জীবন ধ্বংস করার অধিকার কিন্তু মানুষের নেই। লকের মতে মানবসম্পদের উপর একমাত্র অধিকার ঈশ্বরের। লক আরও বলেন যে,প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন অধিকার রয়েছে নিজের জীবন রক্ষা করার তেমনি অপর ব্যক্তির জীবন রক্ষায় তাকে সাহায্য করাও আমাদের সকলের কর্তব্য।

২) লকের মতে প্রকৃতির রাজ্যে সকল মানুষের পদমর্যাদা সমান। এখানে কেউ অন্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ এবং কেউ অন্যের তুলনায় নিকৃষ্ট নয়। এখানে কোন ব্যক্তিকে শাসন করার জন্য কোন কর্তৃপক্ষ নেই। এখানে সকল ব্যক্তিই পরিপূর্ণ স্বাধীনভাবে জীবন অতিবাহিত করার সুযোগ পায়। তবে এই স্বাধীনতা কখনোই অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না।

৩) লক বলেন,"Property which men have in their persons as well as goods".অর্থাৎ লকের মতে ব্যক্তিত্ব ও তার অধিকারে থাকা বস্তুই হল সম্পত্তি। লকের মতে এই পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর উপর সকল মানুষের সমান অধিকার রয়েছে এবং আত্মরক্ষার তাগিদে যেকোনো ব্যক্তিই এই সম্পত্তির অধিকারী হতে পারে। আত্মরক্ষার তাগিদে প্রাকৃতিক অধিকার হিসেবে সম্পত্তির অধিকার আসলে ঈশ্বর প্রদত্ত এক অধিকার। অবশ্য লকের মতে কোন সম্পত্তির পিছনে শ্রম নিয়োগ করে তবেই কোন ব্যক্তিকে ওই সম্পত্তির অধিকারী হতে হবে। লক বলেন,"That in the state of nature everyone has the executive power of the law of nature,I doubt not but it will be objected,that it is unreasonable for men to be judges in their own cases,that self love will make men partial to themselves and their friends,and on the otherside,that nature,passion and revenge will carry them too far in punishing others..I easily grant,that civil government is the proper remedy for the inconveniences of the state of nature".(8)

Thomas Paine-এর দৃষ্টিতে মানবাধিকার:

Thomas Paine তাঁর মানবাধিকার তত্ত্বে প্রাকৃতিক অধিকার ধারণার উপর সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তি স্থাপন করতে চেয়েছেন। পেনীর মতে সমাজ মানুষের কাছে আশীর্বাদস্বরুপ হলেও সরকার মানুষের কাছে অনিবার্যভাবে অমঙ্গলজনক। পেনী অধিকারকে ঈশ্বর প্রদত্ত স্বর্গীয় উপহার বলেছেন। পেনী মানবাধিকারের দুটি প্রকারভেদের কথা বলেছেন-১) প্রাকৃতিক অধিকার ও ২) পৌর অধিকার।

প্রাকৃতিক অধিকারকে পেনী ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব অধিকার বলে গণ্য করেছেন। প্রাকৃতিক অধিকার প্রয়োগ ও ভোগ করার ক্ষমতা ব্যক্তির করায়ত্ত্ব থাকে। এই অধিকারগুলি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সরকার অথবা সমাজের কোন ভূমিকা থাকে না। প্রাকৃতিক অধিকারগুলি অপর ব্যক্তির অধিকারকে খর্ব করতে পারে না বা অপর ব্যক্তির অধিকার ভোগের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না। বুদ্ধিগত অধিকার,মানসিক অধিকার,সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারকে পেনী প্রাকৃতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

পৌর অধিকারকে ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব অধিকার বলা যায় না। পেনী বলেছেন সামাজিক জীব হিসেবে ব্যক্তিকে এইপ্রকার অধিকার রক্ষার দায়িত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের উপর অর্পণ করতে হয়। পেনীর মতে রাষ্ট্রের একমাত্র কাজ হল সমাজে আইন শৃঙ্খলা বজায় রেখে ব্যক্তিকে তার অধিকার ভোগ,নিরাপত্তা দান,স্বাধীনতা ভোগ এবং সাম্যের আদর্শে জীবন অতিবাহিত করতে সহায়তা করা। পেনী বলেন," I have seen enough of the miseries of war,to wish it might never more have existence in the world,and that some other mode might be found out to settle the differences that should occasionally arise in the neighbourhood of nations.This certainly might be done if courts we are disposed to set honesty about it,or if countries were enlightened enough not to be made the dupes of courts".(9)

Edmund Burke-এর দৃষ্টিতে মানবাধিকার:

Edmund Burke মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রাকৃতিক অধিকার তত্ত্ব তীব্রভাবে খণ্ডন করার চেষ্টা করেন। তাঁর মতে প্রাকৃতিক অধিকার হল একটি অর্থহীন অমূর্ত ধারণা। Burke এর মতে প্রাকৃতিক বিধি প্রসূত প্রাকৃতিক অধিকার প্রকৃতির রাজ্যে মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করত। এই অধিকার কোন জটিল সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ফল হিসেবে উদ্ভূত নয়, এই অধিকার অপরীক্ষিত রাজনৈতিক প্রস্তাব।

Burke মনে করেন প্রাকৃতিক অধিকার ক্রমবর্ধমান সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবরতন ধারার সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে অক্ষম। তাই যেকোনো সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই অর্থহীন অমূর্ত প্রাকৃতিক অধিকারের ধারণার প্রয়োগ

মানুষের হিতের পরিবর্তে অহিত ডেকে আনে। Burke বলেন মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব তাই মানুষের অধিকার সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে নির্ধারিত হওয়াই শ্রেয়।

"Burke এর মতে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাকৃতিক অধিকার বিপজ্জনক হতে পারে। কেননা এই ধারণার প্রয়োগ উত্তরাধিকার সূত্রে রাষ্ট্রীয় আইন এবং অধিকার সমূহকে ধ্বংসের মুখে দাঁড় করাতে পারে, যুগ যুগ ধরে প্রচলিত অধিকার সমূহের গতি রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। তাঁর মতে,উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এবং প্রথাগত অধিকারসমূহ প্রকৃতপক্ষে সমাজের ভিত্তি এবং সেগুলি যদি অধিকারের মত কতকগুলি অমূর্ত ধারণার প্রয়োগের ফলে নির্মূল হয়ে যায় তাহলে সমাজের ভিত্তিই দুর্বল হয়ে পড়বে। "[(10)]

Burke বলেন, "I have little to recommend my oppions but long observation and much impartiality. They come from one who has been not tool of power,no flattere of greatness,and who in his last acts does not wish to belief the tentor of his life.They come from one almost the whole of whose public exertion has been a struggle for the liberty of others."[(11)]

Jeremy Bentham এর দৃষ্টিতে মানবাধিকার

Jeremy Bentham প্রাকৃতিক অধিকারকে "অর্থহীন ভাষা" বলে মনে করেন। প্রাকৃতিক অধিকার নীতি তাঁর কাছে একটি স্বেচ্ছাসেবী নীতি। তাঁর মতে আইন বা অধিকার কখনোই প্রকৃতি থেকে অনুসৃত হতে পারে না,তা সর্বদাই মনুষ্যসৃষ্ট। বেন্থামের মতে, অধিকার সর্বদাই আইনসৃষ্ট,সুসংহত এবং উপযোগিতার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হবে। বেন্থামের মতে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সৃষ্টি হওয়ার আগে অধিকারের কোন অস্তিত্ব ছিল না। রাষ্ট্রীয় আইন নিরপেক্ষভাবে অধিকার শব্দ অর্থহীন। বেন্থাম বলেন শুধুমাত্র আইনের মাধ্যমেই অধিকার সৃষ্টি করা সম্ভব। যে অধিকার আইনের দ্বারা সৃষ্ট নয় সে অধিকার আসলে পিতাহীন পুত্রের মতোই অর্থহীন হাস্যকর ও অসম্ভব। বেন্থাম বলেন মানুষ কখনোই জন্মসূত্র হতে স্বাধীন নয়, স্বাধীনতার,সাম্যের অধিকার নিতান্তই অমূর্ত নীতি। সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেই মানুষের অধিকারের নীতিসমূহ প্রয়োগ করা উচিত বলে বেন্থাম মনে করেন। আইনের হাত ধরেই মানবাধিকার রাষ্ট্র থেকে জন্মলাভ করে বলে বেন্থাম মনে করেন।

Amartya Sen বলেন,"…the French declaration of the right of man asserted that"men are born and remain free and equal in rights".But it did not take Jeremy Bentham long,in his Anarchial Fallacies to claims.Bentham insisted that natural rights are simple and nonsense".[(12)]

Karl Marx- এর দৃষ্টিতে মানবাধিকার

Karl Marx মানবাধিকারের পাঁচটি প্রকারভেদের কথা বলেছেন- "১) মতামত প্রকাশের অধিকার ২) স্বাধীনতার অধিকার ৩) সাম্যের অধিকার ৪) সম্পত্তির অধিকার ৫) নিরাপত্তার অধিকার "[(13)]

মতামত প্রকাশের অধিকার বলতে মার্ক্স ধর্মীয় স্বাধীনতাকে বা বিবেকের স্বাধীনতাকে বুঝিয়েছেন। মার্ক্স মনে করেন ধর্ম মানুষকে তার সামাজিক সত্তা থেকে পৃথক করে তাকে ব্যক্তিগত স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ করে রাখে। রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্মের কোন ভূমিকা নেই। ব্যক্তিগত অধিকার হিসেবে সমাজে এই অধিকার মানুষকে জীবনীশক্তি দানে সহায়তা করে।

মার্ক্সের কাছে ব্যক্তি স্বাধীনতার ক্ষেত্রও একটি দুর্গের মত, যেখানে অপর ব্যক্তির প্রবেশ নিষিদ্ধ। ধনী সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রটি আইনের মাধ্যমে স্থির হয়। এখানে ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার মানুষে মানুষে ঐক্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়, প্রতিষ্ঠিত বিভেদের ভিত্তির উপর।

মার্ক্সের মতে বুর্জোয়া সমাজে মানুষ অসম সম্পত্তি ও অসম সম্পদের অধিকারী। তাই সামাজিক সুযোগ সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রেও মানুষ অসাম্যের শিকার। সমাজের প্রলেতারিয়েত শ্রেনী পুঁজিপতি মালিক শ্রেনীর দ্বারা শোষিত হয় ও দাসত্ব ভোগ করে। তাই সমাজের সাম্যের অধিকারকে মার্ক্স নিতান্তই আনুষ্ঠানিক বা Formal বলে উল্লেখ করেছেন।

মার্ক্সের মতে একজন ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক অপরাপর ব্যক্তির সম্পত্তির কথা না ভেবে কেবল নিজের সম্পত্তি বিক্রি বা ভোগ দখল করতে পারে। সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা একজন ব্যক্তিকে স্বার্থপর ব্যক্তিতে পরিণত করে বলেই মার্ক্সের বিশ্বাস। মার্ক্স তাই মনে করেন সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা অপর ব্যক্তির স্বাধীনতা ভোগের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

নিরাপত্তার অধিকার বলতে সমাজের সকল ব্যক্তির জীবন,স্বাধীনতা ও সম্পত্তির নিরাপত্তার সুনিশ্চিতিকে বোঝায়। মার্ক্সের মতে এই নিরাপত্তার অধিকার বুর্জোয়া সমাজে আসলে ব্যক্তি স্বার্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিশৃঙ্খলাকে সুনিশ্চিত করে।

Luis Kutner বলেন,"Marx has been accused of having more respect for the right of a whole class than for the rights of individuals.Defenders of Marx,however,have argued that this tends toward an extension of rights to all and that this influence helped to abolish the old assumption of a graduated society with graded enjoyment of rights".[(14).]

তথ্যসূত্র:

(1) ধর বেনুলালঃ মানবাধিকার কী এবং কেন?,প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,আগস্ট ২০১৫,পৃষ্ঠা ৯।
(2) রায় চৌধুরী পায়েলঃ মানব অধিকার ও মানব উন্নয়ন,প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,সেপ্টেম্বর ২০১৫,পৃষ্ঠা ২৮।
(3) Niven Robert Gilchrist: Principles of Political Science, Forgotten Books, London 1921,page 135।
(4) J. Laski Harold: A Grammer of Politics, Routledge, New York 2015, page 91।
(5) রায় চৌধুরী পায়েল: মানব অধিকার ওঁ মানব উন্নয়ন,প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,সেপ্টেম্বর ২০১৫,পৃষ্ঠা ১৬।
(6) রায় চৌধুরী পায়েল: মানব অধিকার ওঁ মানব উন্নয়ন,প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,সেপ্টেম্বর ২০১৫,পৃষ্ঠা ১৮।
(7) Hobbes Thomas: The Leviathan, Malmesbury,London 1660,page 90।
(8) John Locke: Two Treatise of Government,England 1690,page 71 ।
(9) Paine Thomas: The Rights of Man,London 1791, page 4।
(10) ধর বেনুলালঃ মানবাধিকার কী এবং কেন?,প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,আগস্ট ২০১৫,পৃষ্ঠা ৩৫।
(11)Burke Edmund: Reflection on the Revolution in France 1790,page 205।
(12)Sen Amartya: Elements of the theory of Human Rights 2004,page 315।
(13) ধর বেনুলালঃ মানবাধিকার কী এবং কেন?,প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,আগস্ট ২০১৫,পৃষ্ঠা ৪০।
(14) Kutner Luis: The Human Rights of Karl Marx 1979, page 55।

গ্রন্থপঞ্জী:

(1) Faruque Al Abdullah: International Human Rights Law,New Warsi Book Corporation.
(2) Hayden Patrick: The Philosophy of Human Rights,Paragon House,st.paul 2001.
(3) Winston E.Morton: The Philosophy of Human Rights,Wadsworth Publishing Co.Belmont California 1989.
(4) Waldron Jeremy: Theories of Rights,Oxford University Press,Oxford 1984.
(5) Thakur L.K.: Comparative International Human Rights,Authors Press,Delhi 2001.
(6) Paul Ruma & Jain M.P.: Indian Constitutional Law, Lexis Nexis 2016.
(7) Basu Das Durga: Introduction to the Constitution of India, Lexis Nexis 2016.
(8) Das J.K.: Human Rights Law and Practice,PHI Learning 2016.
(9) Wellman Carl: The Moral Dimensions of Human Rights,Oxford University Press 2011.
(10) Edmunson A.William: An Intoduction to Rights,Cambridge University Press 2012.
(11) Dhar Benulal: The Philosophical Understanding of Human Rights,D.K.Print World, New Delhi 2013.
(12) Donnely Jack: Universal Human Rights in Theory and Practice,Manas Publications,New Delhi 1998.
(13) Hunt Lynn: Inventing Human Rights:A History,Norton&Company,New York 2007.
(14) Freeden Michael: Rights,Worldview Publications,New Delhi 1998.

(15) Herbert B.Gary: Philosophical History of Human Rights,Transaction Publishers,New Jersey 2002.
(16) Shue Henry: Subsistence,Affluence and U.S.Foreign Policy,Princeton University Press 1980.
(17) Nickel James: Making Sense of Human Rights,Blackwell Publishing,Oxford 2007.
(18) Baucer R.Joanne&Bell A.Doniel: Human Rights and Economic Achievements, Cambridge University Press 1999.
(19) Rorty Richard: Human Right,Rationality and Sentimentality,Cambridge University Press 1998.
(20) Shute S. & Hurley S.: On Human Rights,Basic Books,New York 1993.
(21) ধর বেনুলালঃ মানবাধিকার কী এবং কেন?,প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,আগস্ট ২০১৫.
(22) রায় চৌধুরী পায়েলঃ মানব অধিকার ও মানব উন্নয়ন,প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স,সেপ্টেম্বর ২০১৫.
(23) Hobbes Thomas: Culminating in Leviathan,London 1651.
(24) Locke John: Two Treatises of Government,England 1690.
(25) Paine Thomas: Rights of Man,London 1791.
(26) Marx Karl: On the Jewish Question,Paris 1844.
(27) Chatterjee Debi: Human Rights:Theory and Practice,South Asian Publishers 2002.
(28) Sen Amartya: Development of Freedom,Oxford University Press 1999.